সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪০২
WEEKLY BOOKLET:402

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর
বাণীসমূহের লিখিত পুষ্পধারা:

আম্বিয়ায়ে কেরামের عليهم السلام ব্যাপারে ২৬টি প্রশ্নোত্তর



আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عليهم السلام কি ফেরেশতাদের চেয়েও কি শ্রেষ্ঠ? ০২
হযরত খিযর عليه السلام নবী ছিলেন নাকি ওলী? ০৮
কোন নবীকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হবে? ১০
পয়গম্বরের অর্থ কি? ১১



শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আম্বিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে ২৫টি প্রশ্নোত্তর

আমীরে আহলে সুন্নাতের খলিফার দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে এই ১৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা "আম্বিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে ২৫টি প্রশ্নোত্তর" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে দ্বীন ইসলামের উপর অটলতা দান কর এবং তার মা-বাবা ও সন্তান-সন্ততিদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফিক দান কর। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا সাহরির সময় কিছু সেলাই করছিলেন, হঠাৎ সুঁই নিচে পড়ে গেল এবং প্রদীপও নিভে গেল, ইতঃমধ্যে হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ আনলেন। নুরানী চেহারার আলো দ্বারা পুরো ঘর আলোকিত হয়ে গেল এমন কি সেই আলোতে পড়ে যাওয়া সুঁইটি খুঁজে পেলেন। উম্মুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার নূরানী চেহারা কতই না উজ্জল। প্রিয় নবী, রাসুলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

www.dawateislami.net

“ وَيْلٌ لِّمَنْ لَّا يَرَانِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে আমাকে কিয়ামতের দিন দেখতে পারবে না। আরয করা হলো: সে কে যে আপনাকে দেখতে পারবে না? বললেন: “সে হলো কৃপণ। জিজ্ঞাসা করলেন: কৃপণ কে? বললেন: اَلَّذِيْ لَا يُصَلِّيْ عَلَيَّ اِذَا سَمِعَ بِاِسْمِيْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার নাম শোনার পরও আমার উপর দরুদ পাঠ করল না।

(আল কৃওলুল বদী, ৩০২ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام পাঠানোর উদ্দেশ্য হল আল্লাহ পাকের বিধান পৌছিয়ে দেয়া, তাঁরা কি নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন?

উত্তর: জি! আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام আল্লাহ পাকের বিধান পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তাশরিফ এনেছেন আর তাঁরা আল্লাহ পাকের আহকাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোন প্রকার উদাসীনতা করেননি বরং শতভাগ সেই আহকাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, এই আকিদা(বিশ্বাস) রাখা আবশ্যক। এতে তাঁদের পক্ষ থেকে না তো ইচ্ছাকৃতভাবে কোন উদাসীনতা সংগঠিত হয়েছে আর না কোনকিছু ভুলে গিয়েছেন।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৪০, অংশ: ১) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৩৮৪)

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام কি আল্লাহ পাকের সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি এমনকি ফেরেশতাদের চেয়েও কি শ্রেষ্ঠ?

উত্তর: নিশ্চয় আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام আল্লাহ পাকের সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি এবং তাঁরা ফেরেশতাদের চেয়েও উত্তম। **(তাফসীরে খাযিন, পারা: ৭, সূরা আনআম, আয়াতের পাদটীকা: ৬৬, ২/৩৩) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/২৯০)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام কি প্রতিটি গুনাহ থেকে পবিত্র? এছাড়া তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর তাঁদের প্রতি আমরা কিভাবে আদব ও সম্মান প্রদর্শন করতে পারি?

উত্তর: নিশ্চয় আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام নিষ্পাপ এবং গুনাহ থেকে পবিত্র। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৩৮, অংশ: ১)** এবং আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام দুনিয়াতে থাকুক বা না থাকুক তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা যেতে পারে,[১] যেমনটি আমরা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করে থাকি এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন করে থাকি সুতরাং এই আঙ্গুল চুম্বন করাও আদব ও সম্মান প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام মর্যাদা তো অনেক উর্ধ্বে যদি কোন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় তবে তার প্রতিও আদব এবং সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, যেমন যেসব লোকের মা–বাবা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন তারাও তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় এই বাক্যটি বলা যে "আমার বাবা মারা গেছেন" এটি আদব ও সম্মানসূচক বাক্য নয় এজন্য আদব ও সম্মান প্রদর্শনার্থে বলে যে, "আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন"। যদি বিড়াল বা কুকুর মারা যায় তবে বলে যে, মরে গেছে অথবা কুত্তা মরে গেছে অথচ নিজের মা–বাবার জন্য আদব ও সম্মানসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করে থাকে যে, আমার সম্মানিত পিতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন বা ইন্তেকাল করেছেন। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/২৯১)**

---

১. হযরত আল্লামা কাজী আয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওফাতের পর প্রত্যেক উম্মতের উপর তাঁর প্রতি ততটাই সম্মন ও মর্যাদা প্রদর্শন করা আবশ্যক যতটা তাঁর প্রকাশ্য হায়াতে ছিল। **(আশ শিফা ২/৪০)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কেরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام হায়াতের ব্যাপারে যেই আকিদা সেটারও ব্যাখ্যা করে দিন।

উত্তর: আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام জীবিত আর তাঁরা দুনিয়াবী দিক দিয়েও জীবিত, তাঁদের পবিত্র শরীর অক্ষত রয়েছে। আপন আপন কবরে নামাযও পড়ে থাকেন।[১] **(মুসনদে আবি ইয়া'লা, ৩/২১৬, হাদিস: ৩৪১২)** আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এই অর্থে দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন যে, তাঁদেরকে আমরা দেখতে পায় না কিন্তু তাঁরা যখন চাই নিজের প্রতিপালকের হুকুমে দেখাও দিতে পারেন। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/২৯২)**

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত কোন আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام অন্যান্য আম্বিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ?

উত্তর: আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام শ্রেষ্ঠ, এরপর হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর মর্যাদা, এরপর হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام শ্রেষ্ঠ, এরপর হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। এই পাঁচজন আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে "اُولُو الْعَزْم" বলা হয়ে থাকে। **(তাফসীরে কুরতুবী, পারা: ২৬, সূরা আহকাফ, আয়াতের পাদটীকা: ৩৫, ৮/১৫৯) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৫৭)**

প্রশ্ন: এই আকীদা কি সঠিক যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর দ্বারা গুনাহ সংগঠিত হতেই পারে না ?

উত্তর: জি!হ্যাঁ, এসব ব্যক্তিদের দ্বারা কোন গুনাহ হতে পারে না, এরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে নিরাপদ। আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام

---

১. হাদিসে পাকে রয়েছে: اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক জমিনের উপর হারাম করেছেন যে, সে আম্বীয়ায়ে কেরাম (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর শরীর ভক্ষন করবে, আল্লাহ পাকের নবীরা জীবিত তাঁদেরকে রিযিক দেওয়া হয়।

www.dawateislami.net

এবং ফেরেশতাগণ মাসুম (নিস্পাপ), আপনারা এই আকিদাই ধারন করুন, এসব ব্যক্তিত্বগণ ব্যতীত আর কেউ মাসুম নয়। অবশ্য আল্লাহ পাক যাকে চান গুনাহ থেকে মাহফুয তথা নিরাপদ রাখেন। আয়িম্মা ও আকাবেরে আউলিয়াদের আল্লাহ পাক মাহফুয রাখেন, তাঁদের গুনাহ হয় না কিন্তু যদি হয়েও যায় তবে তা শরয়ীভাবে অসম্ভব নয়। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৩৯, অংশ: ১)** তবে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর ন্যায় তারা মাসুম নয়। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/১১৮)**

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام অনেক সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয়ে থাকেন, তাঁদেরকেও কি আল্লাহর বান্দা ও বাশার(মানুষ) বলা যাবে?

উত্তর: সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام আল্লাহ পাকের বান্দা ও মানুষ (বাশার), **(বাহারে শরীয়ত, ১/২৮, অংশ: ১)** তবে আল্লাহ পাক তাঁদেরকে মর্যাদা ও শক্তি দান করেছেন এজন্য তাঁরা আল্লাহ পাকের বিশেষ, মকবুল, নৈকট্যবান ও পছন্দনীয় বান্দা। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫, অংশ: ১)** কিছুলোক আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام বেয়াদবিমূলক বশর বলে থাকে যে, তাঁরা আমাদের মতই বশর অথচ যদি এমন লোকদের বলা হয় যে "গলির ওই মেথররা তো তোমাদের মতই অথবা সেই অন্ধ বা পঙ্গু, যে অলিগলিতে ভিক্ষা করে তারাও তো তোমাদের মত" তাহলে তারা রেগে যাবে, যেহেতু তাদের এমন কথা শুনতে ভালো লাগে না সুতরাং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে জিহবাকে সংযত রাখা কতটা আবশ্যক হবে!!আল্লাহর পানাহ! আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام নিজেদের মত মানুষ কোন আশিকে রাসূল বলতে পারে! আমাদের মানুষ হওয়া আর তাঁদের বশর হওয়ার মধ্যে আসমান ও জমিনের পার্থক্য রয়েছে, আমরা কোথায় নগণ্য বান্দা আর তাঁরা পবিত্র আত্মাগণ। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/১৪৫)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: যেমনিভাবে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام নিজের পুত্র হযরত ঈসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে যবেহ করার স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেটার উপর আমলও করেছেন কিন্তু আল্লাহ পাক ভেড়া পাঠিয়ে হযরত ঈসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে যবেহ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, সেইভাবে যদি কোন পিতা তার নিজের সন্তানকে যবেহ করার স্বপ্ন দেখে তবে সেটার উপর কি আমল করতে পারবে[১]?

উত্তর: মনে রাখবেন! হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ঈসমাইল عَلَيْهِمَا السَّلَام উভয়ে আল্লাহ পাকের নবী, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে স্বপ্নে যবেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, সুতরাং সেটা একমদই হক এবং সত্য ছিল কেননা নবীদের স্বপ্ন অহী হয়ে থাকে। **(তাফসীরে তাবারী, পারা: ১২, সূরা ইউসুফ, আয়াতের পাদটীকা: ৪, ৭/১৪৮, হাদিস: ১৮৭৮৯)** এটাই কারণ যে, তাঁরা উভয়েই এই আমলের জন্য অন্তর থেকে প্রস্তুত ছিলেন অর্থাৎ হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام যবেহ করার জন্য ও হযরত ঈসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام যবেহ হওয়ার জন্য । আর কারোও কোন সন্দেহ ছিল না কিন্তু যখন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام ছুরী চালালেন তখন তাঁর শাহজাদার স্থলে জান্নাত থেকে ভেড়া পাঠিয়ে দেয়া হলো আর এইভাবে ছুরী তো ভেড়ার গর্দানে চলেছে কিন্তু “যবিহুল্লাহ” উপাধি হযরত ঈসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর হয়ে গেল। তবে এটার অর্থ এটা কখনো নয় যে, যেকোন পিতাই এইভাবে স্বপ্ন দেখে নিজের সন্তানকে যবেহ করে দিবে কেননা নবী ব্যতীত কারো স্বপ্ন এইভাবে হক ও সত্য বলে মানা যাবে না, স্বপ্ন অবলোকনকারী যত বড় বুযুর্গ হোক না কেন অথবা কয়েকবারই স্বপ্ন

১. এই প্রশ্নটি মালফুজাতে আমিরে আহলে সুন্নাত বিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এবং এর জবাব আমিরে আহলে সুন্নাতই دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দান করেছেন।

www.dawateislami.net

দেখুক না কেন। যদি কেউ স্বপ্নের ভিত্তির উপর নিজের সন্তানকে এইভাবে যবেহ করে তবে তাকে হত্যাকারী হিসেবে গণ্য করা হবে, অতীতে এমন ঘটনা হয়েছে যে, পিতা এইভাবে স্বপ্ন দেখার কথা দাবী করে সন্তানের উপর ছুরী চালিয়ে দিল, এসব লোকেরা অজ্ঞতার কারণে এমন কাজ করে বসেছে নতুবা তাদের বিবেক সঠিক ছিল না।

মনে রাখবেন! কুরবানীর সময় এই বিষয়টির দিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন যে, ছুরী ইত্যাদি বা ধারালো জিনিস বাচ্চাদের হাতে যেন না যায় কেননা কখনো এমন যেন না হয় যে, কোন ক্ষতি হয়ে গেল। বাচ্চারা অবুঝ হয়ে থাকে এসব পশুরা কুরবানী হতে দেখে তারা আনন্দিত হয়, তবে তাদের জন্য এই আশঙ্কা রয়েছে যে কখনো খেলাধূলার সময় অন্য বাচ্চার গর্দানে ছুরি যেন না চালিয়ে দেয় সুতরাং এজাতীয় জিনিস বাচ্চাদের কাছ থেকে দূরে রাখবেন। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৯/১৯৯)**

প্রশ্ন: সাধারণ লোকদের মাঝে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর দেহ মুবারকে রোগের কারণে পোকা ধরেছিল, এটা কি সঠিক?

উত্তর: হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর শরীর মুবারকে পোকা ধরার কথাটি একদম ভুল। কারো শরীরে পোকা ধরা খুবই ঘৃণার বিষয় আর আহলে সুন্নাতের এটাই আকিদা যে, আল্লাহ পাকের নবী প্রতিটি এমন রোগ থেকে মাহফুয তথা নিরাপদ থাকেন যেগুলোর কারণে মানুষ ঘৃণা করে দূরে সরে যায়[১]। নবীদের শরীর তো ইন্তেকালের পর মাটিও ক্ষতি করতে পারবে না এজন্য যে, নবীদের শরীরকে গ্রাস করা জমিনের উপর হারাম করা

১. প্রখ্যাত মুফাস্সির হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নবী এই ধরনের রোগ থেকে নিরাপদ থাকেন। ঘৃনিত পাঁচা রোগ তাদের হয় না। কাপুরুষতা,বোবা বধির,শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগ নবীদের হয় না। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৭/৫৭৪)**

www.dawateislami.net

হয়েছে। **(ইবনে মাজাহ, ২/২৯১, হাদিস: ১৬৩৭)** সুতরাং পোকাদের এমন কী ক্ষমতা রয়েছে যে, তারা হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর শরীর মুবারকের ক্ষতিসাধন করবে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/১৭৭)**

প্রশ্ন: হযরত খিযর عَلَيْهِ السَّلَام নবী ছিলেন নাকি ওলী?

উত্তর: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অভিমত হল এটা যে, হযরত খিযর عَلَيْهِ السَّلَام নবী।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৪০১) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/২৯৪)

প্রশ্ন: হযরত খিযর عَلَيْهِ السَّلَام কি খাওয়া–দাওয়া করতেন?

উত্তর: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের ২৬ খন্ডে বলেন: হযরত খিযর ও হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِمَا السَّلَام প্রতিবছর হজ্বে যান এবং হজ্বের পর যমযম শরীফ পান করেন আর সেটাই পুরো বছরের খাওয়া–দাওয়ার জন্যই যথেষ্ট হয়ে যায়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৪০১) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/৯৯)

প্রশ্ন: শ্রীলঙ্কার একটি জায়গা হযরত খিযর عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সম্পর্কিত হিসেবে প্রসিদ্ধ, এই ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উত্তর: এটি হযরত খিযর عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সম্পর্কিত চিল্লাগাহ, সেখানকার লোকেরা বলে যে, সেই জায়গায় তিনি তাশরিফ এনেছিলেন। সেই জায়গাকে সেখানকার লোকেরা "جیلانی" জীমের উপর যবর সহকারে বলে , আসল উচ্চারণ হল "جِیلانی" জীমের নীচে যের সহকারে । এটাকে গাউসে পাকেরও চিল্লাগাহ বলা হয়। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। **(মালফুজাতে আমিরে আহলে সুন্নাত, ৮/৯৯)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাত করেছেন এর প্রমাণ কি ?

উত্তর: হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাত হওয়াটা রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। **(তাফসীরে সাভী,পারা ১৫, আয়াত: ৬৫, ৪/১২০৮) আল কাউলুল বদী,পৃঃ ২৭৭) আমিরে আহলে সুন্নাত ৩/৪৭৭)**

প্রশ্ন: হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কি রাসূল ছিলেন ?

উত্তর: জ্বি, হ্যাঁ,হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام রাসূলও ছিলেন।

(মুলফুজাতে আমিরে আহলে সুন্নাত,৩/৪২৯)

প্রশ্ন: যখন আপনি শ্রীলংকায় গিয়েছিলেন তখন কি হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কদম মুবারকের পদচিহ্ন দেখেছিলেন?

উত্তর: জ্বি, হ্যাঁ, যখন আমি শ্রীলংকায় গিয়েছিলাম তখন আমি হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সম্পর্কিত হওয়া কদম মুবারক দেখেছিলাম। তাঁর কদম মুবারক বড় ছিল কারণ তাঁর গঠনও অনেক বড় ছিল। এমনকি তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা করা হয় যে, তাঁর গঠন মুবারক ছিল ৬০ হাত। **(বুখারী,৪/১৬৪, হাদিস: ৬২২৭)** অর্থাতঃ প্রায় ৩০ মিটার । **(মালফুজাতে আমিরে আহলে সুন্নাত ৮/৬৬)**

প্রশ্ন: আমাদের দেশের কিছু মুবাল্লিগ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে দাদা বলে থাকেন। এটা বলুন যে, হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে দাদা বলা কেমন?

উত্তর: দাদা আদম, দাদী হাওয়া বলা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে, এটি আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, এরকম বলাতে কোন সমস্যা ও অসুবিধা নেই। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/২৯৫)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে পৃথিবীতে কি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হবে?

উত্তর: হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে আসমানে জীবিত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, তাঁর নিকট এখনো পর্যন্ত এক মূহুর্তের জন্যও মৃত্যু আসেনি সুতরাং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি হবেন না বরং আসমান থেকে অবতরণ করবেন অর্থাৎ নেমে আসবেন এবং জমিনে তাশরিফ আনবেন। **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াতের পাদটীকা: ৫৫, ১/৪৮৮–৪৮৬) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪৮০)**

প্রশ্ন: হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কি পৃথিবীতে পুনরায় তাশরিফ নিয়ে ইঞ্জিল শরীফের শিক্ষা প্রচার প্রসার করবেন[১]?

উত্তর: কিয়ামতের সন্নিকটে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام অবশ্যই তাশরিফ আনবেন। **(মুসলিম, ১২০৩ পৃ:, হাদিস: ৭৩৮১)** তিনি তাঁর উপর নাযিলকৃত কিতাব ইঞ্জিলের শিক্ষা দিবেন না বরং কুরআনে করীমের শিক্ষা প্রচার করবেন। **(তাফসীরে জামাল, পারা: ৩, আলে ইমরান, আয়াতের পাদটীকা: ৫৭, ৪২৭, ৪২৮)** এবং আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের প্রচার প্রসার করবেন।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/১১৫)

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর ব্যাপারে আমাদের আকিদা কেমন হওয়া উচিত ?

উত্তর: আল্লাহ পাকের সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام নবী হিসেবে স্বীকার করা ঈমানের জন্য শর্ত এবং কোন একজন নবীর নবুয়ত অস্বীকার করার কারণেও ইসলামের গন্ডি গতে বের হয়ে যাবেন এবং কাফির হয়ে যাবেন।

(আল মুসামারাহ, ৩৩০ পৃ:। তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা: ২৪, সূরা মুমিন, আয়াতের পাদটীকা: ৭৮, ৮/২১৫)

---

১. এই প্রশ্নটি মালফুজাতে আমিরে আহলে সুন্নাত বিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এবং এর জবাব আমিরে আহলে সুন্নাতই دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দান করেছেন।

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! কাদিয়ানীদের নবী "নবী" নয় কেননা নবী তো সে হয়ে থাকে যাকে আল্লাহ পাক নবুয়ত দান করেছেন। কাদিয়ানীদের নবী "মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী" তো ভন্ড এবং কাদিয়ানীদের সেই ভন্ড নবীর উপর ঈমান আনা কুফরি যদি কেউ তাকে "নবী" মানে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১১/৫১৫) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭/২৩৭)**

প্রশ্ন: সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবীর নাম বলে দিন এবং পয়গম্বরের অর্থ কি?
উত্তর: সর্বপ্রথম নবী হলেন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আর সর্বশেষ নবীও রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। অবশ্য পৃথিবীতে তাশরিফ আনয়নকারী সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এবং সর্বশেষে আগমনকারী হলেন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। পয়গম্বর অর্থ: যিনি পয়গাম পৌঁছে দিয়ে থাকেন। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৭২)**

প্রশ্ন: যেহেতু বর্তমান যুগ ইলম শূন্যতার যুগ সুতরাং সম্ভাবনা রয়েছে সাধারণ লোকদের এটা অনুধাবন করা কঠিন হতে পারে যে, পয়গম্বর, রাসূল ও নবীর একই অর্থ নাকি ভিন্ন অর্থ, আপনি এটার ব্যাখ্যা করে দিন।
উত্তর: পয়গম্বর ফার্সি শব্দ, নবী ও রাসূল আরবি শব্দ তবে এগুলোর অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নবীর শাব্দিক অর্থ: "অদৃশ্যের সংবাদদাতা" আর এটা কোন আশ্চর্যের বিষয়ও নয় কেননা আল্লাহ পাক স্বয়ং গাইবুল গাইব আর তাঁর সংবাদ আমাদেরকে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই দিয়েছেন এমনকি জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত, ফেরেশতা, কবর ও হাশরের বিষয় সবগুলো গাইব যেগুলোর ব্যাপারে শুধুমাত্র নবী সংবাদ দিয়ে থাকেন এবং উম্মতদেরকে এসবের উপর ঈমান আনতে হয়। রাসূলের অর্থ প্রেরিত এবং রাসূল সেই নবীকে বলা হয় যিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে এসেছেন। **(নিবরাস, ৫৪ পৃ:)**

www.dawateislami.net

সুতরাং প্রত্যেক রাসূল নবী কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন। **(আল মু'তাক্বিদুল আল মুনতাক্বিদ, ১০৭ পৃ:) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৭২)**

প্রশ্ন: সেসব লোক যারা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাত ঈমান অবস্থায় করেছেন তাঁদেরকে সাহাবি বলা হয় আর সেসব লোক যারা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সাক্ষাত করেছেন তাদেরকেও কি সাহাবি বলা হবে?

উত্তর: যারা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সাক্ষাত করেছেন তাদের জন্য সাহাবির পরিভাষা নেই। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সঙ্গীদের পরিভাষা জানা নেই তবে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর যেসব লোক ঈমান আনয়ন করেছেন এবং তাঁর সাথে ছিল তাদের জন্য কুরআনে পাকে হাওয়ারী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছি।

(তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াতের পাদটীকা: ১১৬)

(এই বিষয়ে মুফতি সাহেব বলেন:) অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সাক্ষাতকারীদের জন্য কোন বিশেষ পরিভাষা নেই, সাথী শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭/৫৫)**

প্রশ্ন: "مصطفٰے اِطاعت" তথা মুস্তফার আনুগত্য বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর: মুস্তফার আনুগত্য মানে "নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ করা" তিনি যেটার ব্যাপারে বলেছেন: "এই কাজটি কর" সুতরাং সেই কাজটি করা,আর যেই ব্যাপারে বলেছেন এটা " এই কাজটি করোনা " সুতরাং সেই কাজ না করাই হলো "আনুগত্য" যেমন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নামায পড়ো!" আমরা নামায পড়ে থাকি, তিনি বলেছেন: "মিথ্যা বলো না!" আমরা মিথ্যা বলি না, তিনি বলেছেন:

www.dawateislami.net

"রমযানুল মুবারকের রোযা রাখো!"আমরা রমযানুল মুবারকের রোযা রাখি অতএব রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করছি। মুসলমান তো আল্লাহ পাক ও রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিধান থেকে কখনো মুক্ত হতে পারে না। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭/১৮৫)**

প্রশ্ন: যার স্বপ্নে রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হয় সে কি সাহাবি হয়ে যাবে?

উত্তর: জি না! সাহাবি হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরি জীবনে ঈমান অবস্থায় তাঁর সাক্ষাত করা নতুবা সংস্পর্শের মর্যাদা অর্জন করা, এক মূহুর্তেও জন্যও হোক না কেন অতঃপর সেই ঈমানের উপর যেন মৃত্যু হয়। **(ফাতহুল বারী, ৪/৪, ৩)** মুনাফিকরাও কালিমা পড়তো কিন্তু সত্যিকার্থে তারা কাফির ছিল। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৮২, অংশ: ১)** কেননা ভিতর থেকে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরোধি ছিল, এজন্য তারাও সাহাবি হয়নি। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/১৪৫)**

প্রশ্ন: আবু জাহেলের ব্যাপারে কি এটা বলা যাবে যে, সেও এই বিষয়টি জানতো যে যদি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি নবী হন তবে গাইব জানবেন আর আমার মুষ্টির মধ্যে কী আছে তা বলে দেবেন?

উত্তর: এটা বলা যেতে পারে , এজন্যই তো আবু জাহেল জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আমার হাতের মুঠোয় কী আছে? নতুবা সে কেন জিজ্ঞাসা করেছে? রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গাইব জানেন এটার স্বপক্ষে কুরআন ও হাদিসে যথেষ্ট দলিল রয়েছে, আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসংখ্য ইলম গাইব দান করেছিলেন যেমন, উহুদ শরীফের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হাদিসে পাকে এসেছে: যখন প্রিয় নবী

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর তিনজন সাহাবা, হযরত সিদ্দিকে আকবর, হযরত ফারুকে আযম ও হযরত উসমানে গণী عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সাথে উহুদ পাহাড়ে তাশরিফ নিলেন আর তিনি নিজের কদম মুবারক উহুদ পাহাড়ে রাখলেন তখন পাহাড়ের মধ্যে উৎফুল্লতা চলে আসলো অর্থাৎ উহুদ পাহাড় দুলতে লাগল, তার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হলো, নড়াচড়া করতে লাগল, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদ পাহাড়কে আঘাত করলেন আর বললেন: হে উহুদ! থামো! তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক আর দুইজন শহীদ রয়েছে। **(বুখারী, ২/৫২৭, হাদিস: ৩৬৮৬)** নবী ও সিদ্দিকের অর্থ তো বুঝে আসল আর "দুইজন শহীদ রয়েছে" এর অর্থ হলো এটা যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানতেন যে, ফারুকে আযম ও উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا উভয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন। হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও শহীদ হয়েছেন, আবু লুলু মাজুসী তাঁর উপর হামলা করে শহীদ করল। **(ত্বাবকাত লি ইবনে সা'দ, ৩/২৬৩। সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/৫২৯, নং: ৩)** আর হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঘর ঘেরাও করে খাবার–পানি বন্ধ করে দেয়া হলো এবং ঘরেই তাঁর উপর হামলা করে শহীদ করে দিল।

(তারিখ ইবনে আসাকির, ৩৯/৩৮৬, নং: ৪৬১৯। ইহয়াউল উলুম, ৫/২২৮। ইহয়াউল উলুম, (অনুবাদক) ৫/৫৬৪)

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আল্লাহ পাকের দানক্রমে আগে থেকেই এই দুই শাহাদাতের কথা জানা ছিল।

এক ঠোকর মে উহুদ কা যালযালা জাতা রাহা
রাখতী হে কিতনা ওয়াকার আল্লাহু আকবর এঁড়িয়াঁ

দিল কো হে ফিকির কিস তরাহ মুর্দে জিলাতে হে হুযুর
এ্যাঁয় মে ফিদা লাগা কর এক ঠোকর ইসে বাতা কে ইউঁ

www.dawateislami.net

দীল কো দে নূরো ও দাগে ইশকে ফির মে ফিদা দো নীম কর
মানা হে সুনকে শাক্কে মাহ আঁখোঁ সে আব দিখা কে ইউঁ

(হাদায়িকে বখশিশ, ৮৭, ৯৭)

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার অন্তর এটা ভাবছে যে, আপনি মৃতকে তো জীবিত করেন। এখন জানিনা কিভাবে জীবিত করেন? ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার উপর উৎসর্গিত, আমার হৃদয়কে একটু নাড়া দিন, আমার হৃদয়ও মৃত, আমার হৃদয়কে জীবিত করে দেখান যে, আমি এইভাবে মৃতকে জীবন দান করি। এইভাবে তিনি ইশারা করে চাঁদকে দুই টুকরো করেছিলেন, এটা অস্বীকার করছিনা তবে আমি দেখতে চাই যে আমার হৃদয়কে দুই টুকরো করে দিন এবং আমাকে দেখিয়ে দিন যে, আমি চাঁদকে এইভাবে দুই টুকরো করেছিলাম।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/৩৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই পুস্তিকাটি পড়ে অপরকে দিয়ে দিন

বিবাহ অনুষ্ঠান, ইজতিমা, ওরস ও জুলুসে মিলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা ও মাদানী ফুল সম্বলিত লিফলেট মানুষের মাঝে বিতরণ করে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহকদের সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া উপহার দেয়ার জন্য নিজের দোকানেও পুস্তিকা রাখার অভ্যাস গড়ুন, সংবাদপত্র প্রদানকারী বা বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে মাসে কমপক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা অথবা মাদানী ফুলের লিফলেট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন এবং প্রচুর নেকী হাসিল করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। مَاشَآءَ اللّٰه الكريم! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলমীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net